The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

# অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা: কৌশল ও পদ্ধতি

## [Role of Zakat in Establishing Economic Balance: Methods and Startegies]

Dr. Mohammad Abdullah Al Mamun
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 26 February 2025
Received in revised: 28 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Introduction and important of zakat,
Role of zakat at in establishing economic balance

**ABSTRACT**

Islam is the complete code of life which is benificial to humanity. To build a happy, enlightened and auspicious state. Islam not only proviedes a healthy politics but also establishes a justified economy system. Islam introduced Zakat to establish an equilibrium economy system by reducing inequality between rich and poor and by controlling unbridled savings of asset, it also emancipates harmful effects of capitalism system from society. Zakat is a pillar among five pillars of Islam. It is also an important worship of Allah in Islamic Shariah. In 9th hijri after conquering Makkah, Zakat became in full form. If any person refuswd to give Zakat, then he or she will be punished as a renunciant. zakat plays a very significant role, to establish economic equality i.e., repatriation for helpless and destitute, debt free system for the citizen, employment for unimployment's, helping aged people with no capacity of earning, nutrition and nourishment of orphans, medical assistance to the poor etc.

### ভূমিকা

মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ জীবন বিধানের ইসলাম। ইসলাম সুখী সমৃদ্ধ কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন সুস্থ রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, তেমনি প্রতিষ্ঠা করেছে ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। সম্পদের লাগামহীন সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্তকরণ এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার জন্য অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যাকাতের অর্থ দ্বারা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করা, দরিদ্র ও অসহায়দের পূণর্বাসন, বেকারদের কর্মসংস্থান, বিধবা ও কর্মক্ষম বৃদ্ধদের ভাতা প্রদান, ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ, কণ্যাদায় গ্রস্তদের এককালীন সহযোগিতা প্রভৃতি কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। তাই একটি সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

### ১. যাকাত পরিচিতি

زكوة শব্দটি মাসদার। ইহার আরবী প্রতিশব্দ البركة والنماء والطهارة والصلاح[১] যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি। আল-কুরআনে অনেক স্থানে যাকাত শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, [২] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ 'ঐ ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছে যে স্বীয় নফসকে পবিত্র করেছে।' এ অর্থে যাকাত আদায়কারী যাকাত প্রদানের মাধ্যমে নিজেও যেমন পবিত্রতা অর্জন করে তেমনি তার সম্পদও হয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। শরী'আতের পরিভাষায় বলা যায়, জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল সঞ্চিত থাকলে তা হতে শরী'আহ নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্ট খাতে কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত স্বত্ব হস্তান্তর করাকে যাকাত বলে।[৩] সম্ভবত এ দিকে লক্ষ্য করেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪] ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ 'তুমি তাদের মালামাল থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ কর যাতে তুমি এর দ্বারা সেগুলোকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো।' কুরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি ৫৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া এর সমার্থক আরো ২টি শব্দ ব্যাকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো সাদাকাহ অপরটি ইনফাক। কুরআনুল কারীমে 'সাদাকাহ' শব্দটি ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে বেশ কয়েকবার তা দ্বারা যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইনফাক শব্দটি কুরআনে ৭৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকবারই তা যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

### ২. যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল

দ্বিতীয় হিজরীতে সাওম ফরয হওয়ার পর একই বছরের শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়। তবে মক্কা বিজয়ের পর নবম হিযরীতে যাকাতের বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর করা হয়। মক্কী সূরায় যেখানে যাকাতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে

মুমিনদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে যাকাত তথা দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা আত্মশুদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাহ মু'মিনূনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ '(নিশ্চিত সফল মুমিন তারা) যারা যাকাতের জন্য কর্মতৎপর হবেন।' যাকাত ইসলামী শরী'আতে যেমন ফরয করা হয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের শরী'আতেও ফরয বিধান হিসেবে চালু ছিল। যদিও সম্পদের পরিমাণ এবং ব্যয়ের খাত কম-বেশী ছিল।

### ৩. যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম মৌল ভিত্তি ও অবশ্য পালনীয় 'ইবাদত। ঈমান ও নামাযের পরই অবশ্য পালনীয় বিধান হলো যাকাত। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস এবং মানুষের সাথে সম্পদের সুষম বন্টনের অন্যতম হাতিয়ার।

**৩.১ কুরআনের আলোকে যাকাতের গুরুত্বঃ** সমাজের হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তিদের সম্পদে গরীবদের জন্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটি গরীবদের অধিকার, তাদের প্রতি করুণা নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন[৭] ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ 'আর তাদের সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।' রাসূল স. মু'আজ ইবন জাবালকে রা. ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়ে বলেন[৮]

﴿فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ﴾

'তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-মালে আল্লাহ তা'আলা সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে।' আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও তার নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম হিসেবে যাকাতকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[৯] নামায ও যাকাতকে ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১০] ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 'যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।' যাকাতের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করবে তার জন্য যেমন পরকালীন শাস্তি রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈষয়িক শাস্তি। পরকালীন শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, [১১] 'যারা স্বর্ণ, রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। সেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পৃষ্ঠে ও পাঁজরে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন কর।'

**৩.২ হাদীসে রাসূলের সা. আলোকে যাকাতের গুরুত্বঃ** যাকাত ইসলামী শরী'আতের তৃতীয় স্তম্ভ। রাসূল স. মু'আজ ইবন জাবালকে রা. ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়ে বলেন[১২] فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 'তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-মালে আল্লাহ তা'আলা সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে।' কোন ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করলে সে কাফিরে পরিণত হবে এবং তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হবে। তবে কেউ ভুল বুঝতে পেরে তওবা করলে সে শাস্তি হতে রক্ষা পাবে। এজন্য ইসলাম যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বহুসংখ্যক সহীহ দ্বারা যেমনি প্রমাণিত, তেমনি এর বৈধতার উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত্যও কায়েম হয়েছে।[১৩] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর রা. যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাসূলে আকরাম স. যাকাত অস্বীকারকারীদের পরকালীন ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন যেন সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিম যাকাত আদায়ে তৎপর হন।[১৪]

যারা যাকাত আদয় করবেনা তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও রয়েছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা। এ প্রসঙ্গে তিবরানীতে বর্ণিত হয়েছে, 'যে লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন এবং তারা অনাবৃষ্টির কবলে পড়বে।'[১৫] অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকবে তার অবশ্যই বিপর্যয় ঘটবে।'[১৬] সূতরাং কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে কিংবা হিসাব মত যাকাত আদায় না করলে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের অবশ্য কর্তব্য হলো তাকে যাকাত দিতে বাধ্য করা।

### ৪. রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে যাকাত আদায় করা

মুসলিম ফকীহগণের ঐক্যমত্যে দারিদ্র বিমোচনের জন্য যাকাত আদায় ও তা বণ্টন করার ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ প্রসংগে আল-কুরআনে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার প্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।[১৭] ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي

﴿الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾ 'আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা সালাত-কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।' সাম্প্রতিককালের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী প্রমূখ মনীষী এ মর্মে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন যে, প্রতিটি মুসলিম সরকারের দু'টি যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। যেমন, (ক) প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যূনতম মানের জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং খ) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হতে না দেয়া।[১৮] কাজেই দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারের অংশগ্রহণ শুধু প্রয়োজনই নয়; বরং অপরিহার্য। এজন্য যাকাত একাকী নয়; বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও বণ্টন করতে হবে।

## ৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা: কৌশল ও পদ্ধতি

যাকাতের ধর্মীয়, নৈতিক ও নানাবিধ ইতিবাচক উদ্দেশ্য যেমনি রয়েছে তেমনি দারিদ্র বিমোচনে এর ভূমিকা অপরিসীম। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ একটি মারাত্মক অপরাধ। তাই বিত্তশালী মুসলিমদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দূর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক খানি হ্রাস পাবে।[১৯] এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২০] ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ 'যেন সম্পদ তোমাদের কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তন না করে।' দারিদ্র বিমোচনে যাকাত যে সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম সেগুলো নিম্নরূপ:

**৫.১ ফকীর ও মিসকীনদের পূণর্বাসন:** দারিদ্র একটি সামাজিক অভিশাপ। বর্তমান বিশ্বের ৪০% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্রতার জন্য। তাই দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে যাকাতের অর্থ-সামগ্রী বণ্টন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে যেমন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিবেগ সঞ্চার হয়। ।[২১]

**৫.২ ঋণমুক্তি:** যাকাতের একটি জনহিতকর ও কল্যাণধর্মী দিক হলো ঋণ গ্রস্তদের ঋণমুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ। কোন ব্যক্তি যদি সংসার পরিচালনা করতে এসে ঋণে জর্জরিত হয়ে পরে তাহলে যাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। যাকাত বন্টনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেউলিয়া হয়ে সমাজে অসম্মানিত জীবন যাপনের গ্লানি মোচনে যাকাত এক মোক্ষম হাতিয়ার।

**৫.৩ কর্মসংস্থান ও গৃহায়ন কর্মসূচী:** যাকাতের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কর্মসংস্থান ও গৃহায়ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। যাকাতের টাকা দিয়ে গরীব কৃষকদের গরু-ছাগল ক্রয় করে দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এ অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদনমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, চাল, চিড়া, মুড়ি তৈরী, তাঁত সামগ্রী তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রিক সামগ্রী মেরামত, রিক্সা-ভ্যান তৈরী ও মেরামত ইত্যাদি। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকারের ব্যবসা, যেমন মুদি দোকান, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, মাছের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা ইত্যাদিও পরিচালনা করা যেতে পারে।

**৫.৪ উৎপাদন বৃদ্ধি:** যাকাত যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে তেমনি অর্থনীতিতে উৎপাদনও বৃদ্ধি করে। যাকাতের অর্থ নিস্ব ব্যক্তিদের ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করে। যে কোন উৎপাদন কাজে শ্রমের সাথে পুঁজির সংযোজন অনস্বীকার্য। পুঁজির অভাবে বহু কর্মক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকারত্ব জীবন-যাপন করছে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে এ সকল দরিদ্র জনশক্তিকে উৎপাদন কর্মকান্ডে ব্যবহার করে উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।[২২]

**৫.৫ স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা:** যাকাতের অর্থ দিয়ে গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন কৃষক ও কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে যারা ভূমিহীন তাদের জন্য প্রয়োজন মত কৃষি জমি ক্রয় করে দেয়া, কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদি। অনেক গরীবকে ব্যবসার প্রয়োজনে পরিমাণ মত পুঁজি হিসাবে টাকা দেয়া যেতে পারে।

**৫.৬ সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ:** আমাদের সমাজে যাকাতদাতাগণ ফকীর মিসকীনদের দু'চার দিন ভালভাবে চলার মত সামান্য কিছু টাকা কিংবা চাল-গম দেয়াকে যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু ইসলামের বক্তব্য হলো ফকীর এবং মিসকীনকে তার পূরো জীবন নির্বাহ করার মত যাকাত দিতে হবে ; যেন জীবনে দ্বিতীয় বার তাকে যাকাত গ্রহণ করতে না হয়। আর ফকীর মিসকীন পেশাজীবি হলে তার পেশার সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি কেনার মত অর্থ দিতে হবে যেন তা দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারে।[২৩] ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম নববী প্রমূখ এ মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ 'আলিমের মতে, যে পরিমাণ যাকাত দিয়ে একজন ফকীর মিসকীন নিজের আয়ের উপর নির্ভরশীল সদস্যদের পূর্ণ এক বছরের ভরণ পোষনের ব্যবস্থা করতে পারে সে পরিমাণ যাকাত দিতে হবে।[২৪]

**৫.৭ ঋণমুক্ত দেশ গঠন:** যাকাত বন্টনের অন্যতম একটি খাত হলো ঋণমুক্তি । যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ ঋণমুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি বছর ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য বিদেশ থেকে কঠিন শর্তে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। যাকাতের অর্থ যদি সঠিক উপায়ে সংগ্রহ করা যায় তাহলে বিদেশের কাছে ঋণ বা সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিতে হবে না।

**৫.৮ বেকার সমস্যা দূরীকরণ:** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য বেকারত্ব একটি জাতীয় ব্যাধি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বেকার সমস্যার সমাধান এর মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আজকের সমাজের বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্বের সাথে অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগীর খামার, গৃহপালিত পশুর খামার, মৎস্য খামার, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা তৈরী করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা হলো বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানের অন্যতম হাতিয়ার।

**৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা:** বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। নারী পুরুষের সমন্বয়েই বিশ্ব মানব সমাজ গঠিত। নারীকে বাদ দিয়ে মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমাজ বিনির্মাণে নারীর অংশ অর্ধেক। সমাজের অসহায় ও দু:স্থ নারীদের কর্মসংস্থানে যাকাতের ভূমিকা অন্যতম। দরিদ্র বেকার মহিলাদের কমসংস্থান করে তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন- কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প, তাঁত শিল্প, ডিজাইন শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।

**৫.১০ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ:** যাকাদের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের একটি অংশের উপর গরীবদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় । যাথাযথভাবে যাকাত আদায় করে প্রকৃত প্রাপকদের নিকট তা বণ্টন করা হলে ধনী দরিদ্রের মাঝে যে বিশাল ব্যবধান তা হ্রাস পাবে। আল তাহিরের মতে, যাকাত সঠিকভাবে আদায় ও বণ্টন হলে ১০ বছরের মাঝে ধনী ও দরিদ্রের আয়ের পার্থক্য ৯ হতে ৬.৫ গুণ হ্রাস পাবে। যারকা এর মতে, যাকাত সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ১০% জনগোষ্ঠীর আয় দ্বিগুণ করে দেয় কারণ এ অর্থের পুরোটাই ধনীদের কাছ থেকে আসে এবং দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন হয়।[২৫]

**৫.১১ কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ:** যাকাতের অর্থ দিয়ে দরিদ্র, নিঃস্ব ও বেকারদেরকে কর্মক্ষম করার জন্য পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কল্যাণধর্মীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের কল্যাণ, কালভার্ট তৈরী, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণে সাহায্য, স্মরণার্থী সহায়তা ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং অভাবী জনগণের সুচিকিৎসার জন্য মেডিকেল সেন্টার স্থাপন।

**৫.১২ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন:** আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও এ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, [২৬]

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ﴾

'এটি প্রাপ্য অভাবগ্রস্থ লোকদের, যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকায় জীবিকার জন্য যমীনে পদচারণা করতে সক্ষম হয় না এবং আত্মসম্মানের কারণে কারো নিকট হাত পাতে না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে (তাদের মুখমন্ডলে দারিদ্রের ছায়াপাতের কারণে) চিনতে পারবে।' মিসরের সাইয়্যেদ রশীদ রেযা, শায়খ হুসাইন মাখলূফ, শালতুতসহ বরেণ্য 'আলিমগণ এ মর্মে ফাতওয়া প্রদান করেছেন যে, ইসলামী আন্দোলনের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা শুধু বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য। কুরআনুল কারীমের ﴿وفى سبيل الله﴾ দ্বারা এর বৈধতা স্বীকৃত।[২৭]

**৫.১৩ বিধবাদের ভাতা প্রদান:** কোন নারী অকালে স্বামী হারা হলে তার জীবন বড় দু:বিসহ হয়ে উঠে। সে নারী স্বামীর বাড়ীতে সম্মান ও মর্যাদা পায়না; বরং শশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ সকলের নিকট অবহেলিত হয়। পিতার বাড়ীতেও ভাই-ভাবীগণ তাদের বোঝা মনে করে। এরূপ নারীদের সচ্ছলভাবে চলাফিরার জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে ভাতা দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে রাসূল সা. বলেন-[২৮] السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ 'বিধবা ও মিসকীনদের জন্য চেষ্টা- তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাত-জেগে 'ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।'

**৫.১৪ বৃদ্ধদের ভাতা প্রদান:** বৃদ্ধ বাবা-মাকে সেবা শশ্রুষা করার দায়িত্ব সন্তানাদির উপর ন্যাস্ত হলেও অনেক সন্তানরাই সে দায়িত্ব পালন করে না। এরূপ বাবা-মা বৃদ্ধ বয়সে নিজে উপার্জন করতে পারেন না। তারা এ বয়সে সীমাহীন দু:খ-কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। অর্ধহারে কিংবা অনাহারে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। এরূপ বৃদ্ধদের

জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাসূল সা. বিপদগ্রস্থ মানুষকে সহযোগিতার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,[২৯] الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه 'মুসলমানরা পরস্পর একজন অপরজনের ভাই। সে তার ভায়ের উপর যুলম করবেনা, তার ভাইকে কষ্ট দিবে না। আর যে ব্যক্তির তার ভায়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অভবা পূরণ করবেন।'

**৫.১৫ কন্যাদায় গ্রস্থদের এককালীন সহযোগিতা:** কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা মাতা মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে সার্বক্ষণিক মানষিক যন্ত্রণায় ভূগেন। অর্থ-কড়ি না থাকায় ভাল জায়গায় ভাল পরিবেশে মেয়ের জন্য ঘর বর দেখতে পারেন না। আবার বিয়ে ঠিক হলেও অর্থের অভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে পারেন না। এরূপ কন্যাদায় পিতা-মাতাদের এ তহবিল হতে সাহায্য করা যেতে পারে।

**৫.১৬ ইয়াতিমের ভরণ-পোষণ:** বাবা-মা হারা সন্তানরা দুনিয়ার জীবনে বড়ই অসহায়। তারা এ সমাজে সকলের কাছে অবহেলিত। তাই ইয়াতীম সন্তানদের ভরণ-পোষণ এর ব্যয়ভার বহনের জন্য যাকাত ফান্ড হতে মাসিক ভাতা প্রদান করে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সহযোগিতা করা দরকার। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ইয়াতীম সন্তানদের লালন পালন করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন,[৩০] أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'আমি এবং এতিমের লালন পালনকারী জান্নাতে এ অবস্থায় থাকবো। এ কথা বলে রাসূল সা. শাহাদত ও মধ্যমা আংগুলির দিকে ইশারা করেন।'

**৫.১৭ কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ:** গরীব কৃষকরা টাকার অভাবে যথাসময়ে ফসলের জমিতে সার ও কীট নাশক দিতে পারেন না। এতে ফসলের ফলন কম হয়। ফলে দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কৃষকদের মাঝে করজে হাসানা হিসেবে যাকাতের টাকা থেকে ঋণ দেয়া যেতে পারে। এতে কৃষক উপকৃত হবে এবং দেশ আর্থিকভাবে সাবলম্বি হবে।

**৫.১৮ দু:স্থদের চিকিৎসা সহযোগিতা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন :** যাকাতের টাকা দিয়ে দু:স্থদের চিকিৎসা সহযোগিতা ও দাতব্য চিৎিসালয় স্থাপন করা যেতে পারে। দৈনন্দিন চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে এবং অর্থ সংকটনের কারণে চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই তাদের জন্য এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তারা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

## উপসংহার

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বেকার, প্রান্তিক ক্ষেত-মজুর এবং শ্রমজীবি মানুষদের পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত আদায় এবং পরিকল্পিতভাবে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা জরুরী। আর জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ, পূনর্বাসন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন প্রকল্প ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দরিদ্র বিমোচন করা সম্ভব।

---

**তথ্যনির্দেশ**

১ ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দিওবন্দ: কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৯৬।

২ সূরাহ আশ-শামস, আয়াত: ৯; অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ 'সে সফলতা লাভ করেছে যে পবিত্রতা অর্জন করেছে।' সূত্র: সূরাহ আল-আ'লা, আয়াত: ১৪।

৩ ড. আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৭৩০।

৪ সূরাহ আত-তওবা, আয়াত: ১০৩।

৫ ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমদ, *ইসলামে দারিদ্র বিমোচন কৌশল: একটি পর্যালোচনা*, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ: ১০ সংখ্যা ৩৮, এপ্রিল-জুন/২০১৪, পৃ. ১০৭।

৬ সূরাহ আল-মু'মিনূন, আয়াত: ৪।

৭ সূরাহ আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯।

৮ *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৩৯৫, পৃ. ৩০৭।

৯ সূরাহ আত-তওবা, আয়াত: ৭১।

১০ সূরাহ আত-তওবা, আয়াত: ১১।

১১ সূরাহ আত-তওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫;

১২ *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৩৯৫, পৃ. ৩০৭।

১৩ *ইসলামের যাকাত বিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

[১৪] যেমন রাসূল সা. বলেন, مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ দ্র: *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৪০৩, পৃ. ১০৩।

[১৫] *আস-সুনানুস সাগীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫; *আল মু'জামুল আওসাত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১।

[১৬] *আল-মু'জামুল আওসাত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১।

[১৭] সূরাহ আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪১।

[১৮] *ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২০২।

[১৯] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: গ্রন্থমেলা, ২০০৩), পৃ. ২০৯।

[২০] সূরাহ আল-হাশর, আয়াত: ৭।

[২১] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: গ্রন্থমেলা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১১০।

[২২] শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ৬৪।

[২৩] ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম*, অনুবাদ: মাহমুদুল হাসান (চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিসার্চ অন দি কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১২১-১২২।

[২৪] *তদেব*, পৃ. ১২৪।

[২৫] *ইসলামী অর্থনীতি*, পৃ. ২৪৪।

[২৬] মো: আবুল কালাম আজাদ, '*অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টনের কৌশল হিসেবে যাকাত: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*', দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২২৮।

[২৭] সূরাহ আল-বাকারাহ: ২:২৭৩।

[২৮] *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, কিতাবু-নাফাকাত, হাদীস নং- ৫৩৫৩, পৃ. ৩।

[২৯] *তদেব*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাসাব, হাদীস নং- ২৪৪২, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫।

[৩০] *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, কিতাবুললি'আন, হাদীস নং- ৫৩০৪, পৃ. ৬০৭।